জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন
অফিসার ইনচার্জ, শাজাহানপুর থানা, বগুড়া।

জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ, শিবগঞ্জ থানা, বগুড়া।

জনাব মোঃ রেজাউল করিম
অফিসার ইনচার্জ, সোনাতলা থানা, বগুড়া।

জনাব মোঃ জিয়া লতিফুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ, গাবতলী মডেল থানা, বগুড়া।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান
অফিসার ইনচার্জ, সারিয়াকান্দি থানা, বগুড়া।

জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন
অফিসার ইনচার্জ, আদমদীঘি থানা, বগুড়া।

জনাব মোঃ হাসান আলী
অফিসার ইনচার্জ, দুপচাঁচিয়া থানা, বগুড়া।

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
অফিসার ইনচার্জ, নন্দীগ্রাম থানা, বগুড়া।

জনাব মোঃ আমবার হোসেন
অফিসার ইনচার্জ, কাহালু থানা, বগুড়া।

জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ, শেরপুর থানা, বগুড়া।

জনাব মোঃ কৃপা সিন্ধু বালা
অফিসার ইনচার্জ, ধুনট থানা, বগুড়া।

জনাব সুব্রত ব্যানার্জী
কোর্ট ইন্সপেক্টর, সদর কোর্ট, বগুড়া।

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকার
টিআই(প্রশাসন), সদর ট্রাফিক, বগুড়া।

জেএমবি সদস্য গ্রেফতারে জেলা পুলিশ বগুড়ার সাফল্য ঃ

১. মেধা যখন ভয়ঙ্কর: ড্রোন তৈরির মাধ্যমে নাশকতার পরিকল্পনা নস্যাৎ

তানভীর আহমেদ (২৩)। সাংগঠনিক নাম আবু ইব্রাহিম। ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের সন্তান সে। ছোটবেলা থেকে প্রচণ্ড মেধাবী। জিপিএ ৫ পেয়ে এসএসসি ও এইচএসসি উত্তীর্ণ হয় ভর্তি হয় নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি বিভাগে । গত ৭/১১/২০২০ খ্রিঃ বগুড়া জেলা গোয়েন্দা শাখার অভিযানে একটি ৭.৬৫ বিদেশি পিস্তল, একটি পিস্তলের ম্যাগাজিন, ২ রাউন্ড ৭.৬৫ পিস্তলের গুলি, একটি দেশি তৈরি ওয়ান শুটার গান, দুইটি কার্তুজ, ৩টি অত্যাধুনিক বার্মিজ চাকু, ১টি চাপাতি, ১ কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য (পটাশিয়াম ক্লোরেট), ২টি লাল টেপ, ৪টি ব্যাটারি, কিছু পরিমাণ তারসহ চারজন নব্য জেএমবি'র সদস্য আটক করা হয়েছে। জেলা গোয়েন্দা শাখার নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখার একটা চৌকস টিম ৭ নভেম্বর রাত ০১.৩০ ঘটিকার দিকে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের চণ্ডিহারা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ০৪(চার) জনকে উপরোক্ত অস্ত্র ও সরঞ্জামসহ আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা নিজেদের নব্য জেএমবি'র সক্রিয় কর্মী হিসেবে নিজেদের স্বীকার করে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে মোঃ তানভীর আহম্মেদ @ আবু ইব্রাহিম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি বিভাগের ছাত্র। সে ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার মামলা নং-৩৫, তারিখ-১৪/০১/২০২০ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(১)(ক) এর (ই)/৬(১)(ক) এর(ঈ)/৬(১)(ক) এর(উ)} এর একজন পলাতক আসামি এবং ঘটনার পর থেকে সে পলাতক ছিল। সে ড্রোন তৈরির মাধ্যমে নাশকতার পরিকল্পনা করছিল বলে জানা যায়। আসামি মোঃ জাকারিয়া জামিল নব্য জেএমবি'র মিডিয়া শাখার প্রধান দায়িত্বশীল। জঙ্গি সংক্রান্ত অন লাইনে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনাগুলোকে সে আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করে। জামিলও আশুলিয়ার মামলার পলাতক আসামি। আসামি মোঃ আতিকুর রহমান নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের ছাত্র। সে নতুন সদস্য এবং অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত। সর্বশেষ ব্যক্তি মোঃ আবু সাঈদ যুদ্ধ করার জন্য মধ্যপ্রাচ্য যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ সংক্রান্তে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানায় মামলা নং-০৬ , মামলা নং-০৭/১১/২০২০ খ্রিঃ ধারা- সন্ত্রাস বিরোধী আইন-৬(২)/১২/১৩ দায়ের করা হয়।

২. দাওয়াতী সফরে এসে বগুড়া পুলিশের জালে আনসার আল ইসলামের ২ (দুই) সদস্য

জেলায় জেলায় ঘুরে জঙ্গী মতাদর্শে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাদের কাজ। আনসার আল-ইসলামের দাওয়াতী বিভাগের সক্রিয় সদস্য হয়ে তারা বিগত ৫ বছর যাবৎ সংগঠনের দাওয়াহ বিভাগের কার্যক্রম হিসেবে দেশের ১৪টি জেলায় নিয়মিত সফর করেছে। বিভিন্ন জেলা সফর করে তারা দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ ও তাদের কর্মীদের মধ্যে অর্থ বিলি করত বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। গত ২৭/১১/২০২০ খ্রিঃ রাত ০০.৫০ মিনিটে জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি চৌকস টিম বগুড়া সদর থানাধীন বাঘোপাড়া উত্তরপাড়া জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে অভিযান পরিচালনা করে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আনসার আল্ ইসলাম এর ০২(দুই)জন জঙ্গি সদস্যকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা হলেন ১। মোঃ ইকবাল হোসেন সরকার (৪০), পিতা-মোঃ আঃ হাকিম সরকার ওরফে জজ মিয়া, মাতা-মোছাঃ জহুরা বেগম, সাং-সিদলাই উত্তরপাড়া জোরপুল, থানা-বি-পাড়া, জেলা-কুমিল্লা। ২। মোঃ জায়েদুর রহমান ওরফে আব্দুল্লাহ(৩৮), পিতা-মোঃ শহিদুর রহমান, মাতা-মোছাঃ রাহেলা আক্তার, সাং-ভৈষরকুট, থানা-দেবিদ্বার, জেলা-কুমিল্লা। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের হেফাজত হতে একটি ওয়ান শুটারগান, ০২ রাউন্ড গুলি, বোমা তৈরীর বিস্ফোরক উপাদান ৪৭৫ গ্রাম, ০১টি চাপাতি, ২৫টি জঙ্গি পুস্তক ও ৫০টি জঙ্গি প্রচারনার লিফলেট উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদ্বয় নিজেদের আনসার আল-ইসলাম এর দাওয়াতী বিভাগের সক্রিয় সদস্য বলে স্বীকার করে এবং দাওয়াতী কার্যক্রম ও অর্থ সংগ্রহের জন্য তারা বিভিন্ন জেলা সফর করে বলে জানায়।

৩. দীর্ঘদিনের পলাতক জঙ্গী ধরা পড়ল বগুড়া পুলিশের অভিযানে

একাধিক জঙ্গী মামলার আসামী হয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বার বার ফাঁকি দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন পালিয়ে ছিল জঙ্গী হামিদুর রহমান।গত ১৯/০১/২০২১ খ্রিঃ রাত ০০.৪৫ মিনিটে বগুড়া জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি চৌকস টিম বগুড়া শিবগঞ্জ থানাধীন মোকামতলা বাজারে অভিযান পরিচালনা করে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আনসার আল্ ইসলাম এর ০১(এক) জন সদস্যকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম ১। মোঃ হামিদুর রহমান @ খালেদ মাহমুদ @ আবু তাসফিয়া @ সুমন (৩৯), পিতা-মাওলানা মাহমুদুর রহমান, মাতা-মোছাঃ খাদিজা বেগম, সাং-কাচারীকান্দী, থানা-রায়পুরা, জেলা-নরসিংদী। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির হেফাজত হতে জঙ্গী প্রচারপত্র (লিফলেট) ও বই জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি নিজেকে আনসার আল-ইসলাম এর দাওয়াতী বিভাগের সক্রিয় সদস্য বলে জানা যায় এবং দাওয়াতী কার্যক্রম ও অর্থ সংগ্রহের জন্য সে বিভিন্ন জেলা সফর করে বলে জানায়। জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা যায় যে, সে জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িত থাকায় নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার মামলা নং-০২(০৮)২০১২ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২) এর ৮/৯(১)/১৩ এবং নারায়নগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ থানার মামলা নং-৫৮, তারিখ-২৭/০১/২০১৮ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২) এর ৮/৯/১০/১১/১২/১৩ সংক্রান্তে মামলা হওয়ার পর থেকেই সে পলাতক থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল নিষিদ্ধ ঘোষিত আনসার আল-ইসলামকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম ও ধর্মীয় উগ্রবাদ প্রচার করে আসছিল। এ সংক্রান্তে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানায় মামলা নং- ১৭ তারিখ-১৯/০১/২০২১ ধারা- সন্ত্রাস বিরোধী আইন-৬(২)(ঈ)/৭/৮/১০/১১/১২/১৩ দায়ের করা হয়।

৪. তিন লক্ষাধিক টাকা, সৌদি রিয়াল ও মালয়েশিয়ান রিংগিতসহ নব্য জেএমবি'র বায়তুল মাল বিভাগের দায়িত্বশীল আটক

গত ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ রাত ২১.১০ মিনিটে জেলা গোয়েন্দা শাখা, বগুড়ার একটি চৌকস টিম বগুড়া শাহজাহানপুর থানাধীন বনানী বাস স্টান্ড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন নব্য জেএমবি এর বাইতুলমাল বিভাগের দায়িত্বশীল ০১(এক) জন জঙ্গি সদস্যকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম ১। মোঃ কামরুজ্জামান (৪২), পিতা মৃত আঃ হাফিজ, মাতা মৃত জাহানারা বেগম, বর্তমান ঠিকানাঃ ৭৪-বি, নর্থরোড, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫ স্থায়ী: সাং-শাহাজাদপুর, থানা কোম্পানীগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির হেফাজত হতে জঙ্গী বই, সৌদি রিয়াল, মালয়েশিয়ান রিংগিত ও নগদ তিনলক্ষ আটত্রিশ হাজার ছয় শত একত্রিশ টাকা উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃত ব্যক্তি নিজেকে নব্য জেএমবি এর বাইতুল মাল বিভাগের দায়িত্বশীল বলে জানা যায় এবং দাওয়াতী কার্যক্রম ও অর্থ সংগ্রহের জন্য সে বিভিন্ন জেলা সফর করে বলে জানায়। নব্য জেএমবি এর কেন্দ্রীয় নেতাদের সহিত তার যোগাযোগ ছিল। জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা যায় যে, নব্য জেএমবিকে সংগঠনের সহিত জড়িত থাকায় সে পলাতক থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিষিদ্ধ ঘোষিত নব্য জেএমবি কে সংগঠিত করার লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহ বিলি বন্টন, দাওয়াতী কার্যক্রম ও ধর্মীয় উগ্রবাদ প্রচার করে আসছিল। সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধ, নিষিদ্ধ সংগঠন সমর্থন, অপরাধ সংগঠনের ষড়যন্ত্র, অপরাধ সংগঠনের প্রচেষ্টা, অপরাধ সংগঠনের সাহায্য ও সহায়তা এবং সন্ত্রাসী কার্মকান্ডে প্ররোচিত করায় আটককৃত নব্য জেএমবি সদস্য মোঃ কামরুজ্জামান এর বিরুদ্ধে বগুড়া শাহজাহানপুর থানায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা নং-০৩ তারিখ- ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ ধারা- সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২) এর (ঈ) ৭/৮/১০/১১/১২/১৩ দায়ের করা হয়।

জালে 'যমুনার কুমির'

জলে বিচরণ করতে করতে 'কুমির' হয়ে ওঠা সেই লুৎফর ডাকাতের ৩০ বছরের ত্রাসের অধ্যায়ে অবশেষে দাঁড়ি টেনেছে বগুড়া জেলা পুলিশ। তবে যমুনার জল থেকে তাঁকে তুলে আনা খুব একটা সহজ ছিল না। অভিযানে পুলিশকে করতে হয়েছে নাটকের মঞ্চায়ন। কখনো জেলে, কখনো কামলা (শ্রমিক) সেজে পুলিশ করেছে অভিনয়। আর তাতেই আটকা পড়েন দুর্ধষ লুৎফর ডাকাত। ২৯/১২/২০২১ যমুনার দুর্গম চর বগুড়ার সারিয়াকান্দির চালুয়াবাড়ী গ্রাম থেকে তিনি অস্ত্রশস্ত্রসহ ধরা পড়েন। সারিয়াকান্দির যমুনা নদীর চর চালুয়াবাড়ী ইউনিয়নের পূর্বপারের বহুলাডাঙ্গা গ্রামের মুছা শেখের ছেলে এই লুৎফর। খুন, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, মাদক, অস্ত্র, লুটপাটসহ তাঁর মাথার ওপর ঝুলছে ১৬টি মামলা। এর মধ্যে পাঁচটি মামলায় তাঁর নামে আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি রয়েছে। তাঁকে ধরতে পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাবের একাধিক দলও কাজ করছিল। কিন্তু সুচতুর লুৎফর সবাইকে বোকা বানিয়ে নদীপথের দুর্গম ক্যানেলগুলো দিয়ে চোখের পলকে পালিয়ে যেতেন।

সর্বশেষ মাথায় গামছা পেঁচিয়ে লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে ছদ্মবেশ ধারণ করে বগুড়া জেলা পুলিশের ১২ জনের দল চলে যায় চালুয়াবাড়ী। সতর্কতা হিসেবে কামলার ছদ্মবেশে তাঁরা সারিয়াকান্দির কালীতলা এলাকার ঘাট বাদ রেখে আরো ১০ কিলোমিটার দূরে কুতুবপুরের ঘাট ব্যবহার করে নৌকায় চালুয়াবাড়ী চরে গিয়ে জমিতে দিনভর নিড়ানির কাজ করেন। পরদিন ভোরে ফের অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে নদীতে নামে পুলিশ। এবার ধুনটের একটি স্থান থেকে দুটি নৌকা নিয়ে ডিবির ১৪ সদস্যের দুটি দল রওনা দেয় সারিয়াকান্দির চালুয়াবাড়ীর দিকে। তখন তাদের ছদ্মবেশ ছিল জেলে। পুলিশের দলটি শীত ও কুয়াশা উপেক্ষা করে প্রায় চার ঘণ্টা নদীতে ঘুরতে ঘুরতে সকাল ১০টার দিকে চালুয়াবাড়ী চরে পৌঁছে। সেখানে একটি দল হাতে নিড়ানি নিয়ে জমিতে কাজ শুরুকরে। অন্য দলটি ব্যাকআপ হিসেবে নদীতে থাকে জেলেবেশে জাল হাতে। পুলিশের দলটি ছদ্মবেশে থাকার সময় সকাল ১১টার দিকে লুৎফর বাড়ি ফেরেন। পুলিশ আগে থেকেই জানত, দিনের এই সময় মাত্র এক ঘণ্টা অবস্থানের পর লুৎফর বাকি ২৩ ঘণ্টা নদীতে থাকেন। যমুনা নদীতে শত শত নৌকার মধ্যে বেশির ভাগই লুৎফর ডাকাতের সোর্সের। বাইরে থেকে যেকোনো মানুষের উপস্থিতি নজরে এলেই তারা মোবাইল ফোন কিংবা বিশেষ বার্তায় খবরটি জানিয়ে দেয়। লুৎফরের সহযোগীরা সব সময় ব্যবহার করত অত্যাধুনিক অস্ত্র ও দ্রুতগতির নৌকা। পুলিশ গিয়ে কোনো সুবিধাই করতে পারত না। এসব তথ্য বিবেচনায় নিয়ে অভিযানে পুলিশ ছদ্মবেশে থাকলেও প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখে। লুৎফর বাড়িতে ফিরলে পুলিশ কামলাবেশে বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলে। ঠিক ওই সময়ই লুৎফরের এক সোর্স মাঠে কাজ করা অবস্থায়ই বিষয়টি টের পেয়ে 'ওয়াও ওয়াও' শব্দ করে দুই হাত নাড়াতে থাকে। তার এই শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একই ধরনের শব্দ করতে থাকে গ্রামের বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ ও শিশুরা। এই শব্দে ঘরে থাকা লুৎফর বেরিয়ে বিশেষ নৌকা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় সুযোগ বুঝে লুৎফরের সহযোগী ডাকাত সদস্য ও স্বজন নৌকা নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে লুৎফরের শয়নঘর থেকে দুই রাউন্ড গুলিসহ একটি ওয়ান শুটার পিস্তল উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত নদীপথে একাধিক স্থানে লুৎফরের আস্তানায় অভিযান চালানো হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রতিদিন ইয়াবা ট্যাবলেট সেবন করতেন লুৎফর। চরে জঙ্গি ও বিভিন্ন জেলার পেশাদার সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়দাতাও ছিলেন তিনি। নদীপথের ৫০০ কিলোমিটার এবং স্থলপথের ২০ জেলার মাদক বহন ও বিক্রির সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রিত হতো তাঁর হাত ধরেই। একই সঙ্গে নদীপথে চলা প্রতিটি মালবাহী নৌকা থেকে তিন থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা আদায় করত লুৎফর বাহিনী। এ সংক্রান্তে সারিয়াকান্দি থানার মামলা নং-০৯, তারিখঃ ২৯/১২/২০২০ খ্রিঃ ধারা ঃ ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯(এ)/১৯ (এ)(এফ) রুজু হয়।

চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারে সাফল্য অর্জন ঃ

রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন বিপিএম পিপিএম অত্র রেঞ্জে যোগদানের পর মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক সেবীদের আইনের আওতায় এনে সমুলে উৎখাত করার লক্ষ্যে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। রেঞ্জ ডিআইজি মহোদয়ের দিক নির্দেশনার আলোকে বগুড়া জেলার ১২ টি থানায় মোট ৯৪৫ জন মাদক ব্যবসায়ী/বিক্রেতাকে চিহ্নিত করা হয়। উক্ত চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীদের মধ্যে হতে আগষ্ট/২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ৩১৭ জন মাদক ব্যবসায়ীকে আইনের আওতায় এনে গ্রেফতার পূর্বক বিজ্ঞ আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে। অন্যান্য মাদক ব্যবসায়ীগন বর্তমানে পুলিশের নিয়মিত অভিযানের ফলে পলাতক রয়েছে। পুলিশ সুপার এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীদের নিমুলে জেলা পুলিশ বগুড়ার কার্যক্রম অত্যন্ত সফলভাবে এগিয়ে চলছে। বিশেষত আগস্ট মাসে ১২০ জন তালিকাভূক্ত মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার করা হয়েছে।

বেস্ট প্র্যাকটিস (যা সকলের অনুকরণীয়) ঃ

নির্মাণাধীণ ভবনে চাঁদাবাজি বন্ধে বগুড়া জেলা পুলিশের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ও অভাবনীয় সাফল্যঃ

উত্তরবঙ্গের প্রবেশ দ্বার বগুড়া জেলায় প্রতিদিন অসংখ্য নতুন নতুন স্থাপনা নির্মাণ হয় কিন্তু পুলিশের কাছে গোপনে নানা অভিযোগ আসে নির্মাণাধীণ ভবনে চাঁদাবাজির বিষয়ে যা এলাকা ভিত্তিক ভিন্নভিন্ন যেমন: কোন এলাকায় স্থাপনা করলেই রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা ব্যক্তিদের দিতে হয় নগদ টাকা অথবা টাকার বদলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি চক্রের নিকট হতে ক্রয় করতে হয় বেশি মূল্য দিয়ে নিম্নমানের বালি, ইট, সিমেন্ট কিংবা নির্মাণ সামগ্রী। ভয়ে কেউ প্রতিবাদও করতোনা। দীর্ঘদিনের এই সমস্যাকে সফলভাবে প্রতিহত করেছে বগুড়া জেলা পুলিশ যাতে স্বস্তিতে রয়েছে বগুড়াবাসী। চাঁদাবাজদের দমনে পুলিশ সুপার, বগুড়ার নেতৃত্বে এবং জেলার ১২টি থানার অফিসার ইনচার্জবৃন্দ এবং সকল ফাঁড়ির ইনচার্জ গণের সমন্বিত প্রচেষ্টায় সারা দেশের মাঝে সর্বপ্রথম বগুড়াতেই জেলার সকল নির্মাণাধীন ভবনে পুলিশের পক্ষে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ব্যতিক্রমী একটি ব্যান্যার যাতে লেখাছিলো এই বাড়ি/ভবনের নির্মাণ কাজ জেলা পুলিশ বগুড়া পর্যবেক্ষণ করছে এবং নিচে দেয়া থাকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগাযোগের নম্বর যে কার্যক্রম এখনো চলমান আছে। সাংবাদিকদের একাধিক প্রতিবেদনে এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের ইতিবাচক সফলতা উঠে এসেছে।

বগুড়ায় সাইবার ক্রাইম ইউনিটের কার্যক্রমে ৩ বছরে অভাবনীয় সাফল্য

বগুড়ায় ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন পুলিশ সুপার আলী আশরাফ ভূঞা বিপিএম (বার) এর উদ্যোগে শুরু করা হয়েছিল জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারী বগুড়ায় এসে জেলা পুলিশ সুপারের সভাকক্ষে বগুড়ায় গঠন হওয়া এই বিশেষ ইউনিটের উদ্বোধন করেছিলে বাংলাদেশ পুলিশ রাজশাহী রেঞ্জের তৎকালীন ডিআইজি এম খুরশিদ হোসেন। ইউনিটটি গঠনের পর ২০২১ সাল এই ৩ বছরে সাইবার ক্রাইম ইউনিট এর মাধ্যমে বগুড়া জেলা পুলিশ এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। শুধু তাই নয় মান-সম্মান রক্ষা, ব্লাকমেইল থেকে মুক্তি, অনলাইন প্রতারণার শিকার হওয়া শত শত উপকারভোগীরা পেয়েছে এক অনন্য সেবা এই ইউনিটের মাধ্যমে। সাইবার পুলিশের কার্যক্রম শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ২২০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে। যার মাঝে মামলা হয়েছে ৩৫টি এবং অভিযোগকারী মামলা না করায় বিকল্পভাবে নিষ্পত্তি হয় আরও ১৮৫টি অভিযোগ। ১৮৫টি অভিযোগের বাদী ছিলেন অধিকাংশই স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং গৃহবধু যাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সফলভাবে সমাধান করেছে জেলা পুলিশের এই বিশেষ ইউনিট। শুধু তাই নয় যেগুলোর মামলা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারি ওয়েবসাইট হ্যাক, ক্রিপ্টোকারেন্সি চক্র গ্রেফতার, বঙ্গবন্ধু, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার নামে অপপ্রচার, পদ্মা সেতু নিয়ে গুজব ও রাষ্ট্র বিরোধী প্রচারণা, প্রতারণামূলক অর্থ হাতিয়ে নেয়া, কলেজ ছাত্রীর ফেসবুক আইডি হ্যাক করে ইউটিউবে ছবি ও ভিডিও প্রকাশ, পুলিশকে গালিগালাজ করে ফেসবুকে লাইভসহ আরও অনেক সাইবার অপরাধ। তবে দিনশেষে এই ইউনিটটির মাধ্যমে যে মানুষগুলো ফিরে পেয়েছে তাদের ইজ্জত কিংবা মুক্ত হয়েছেন অনাকাঙ্খিত ভুলের দ্বারা ব্লাকমেইল এর অমানসিক যন্ত্রণা থেকে তাদের কাছে সাইবার ক্রাইম ইউনিট বগুড়া সর্বদাই চিরআপন হয়ে রয়েছে। বর্তমানেও নানা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেও জেলা পুলিশ চেষ্টা করে যাচ্ছে এই ইউনিটটির মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করার।

জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ এর সেবা ত্বরান্বিত করতে বগুড়ায় ৩টি ডেডিকেটেড গাড়ি সংযোজনঃ

বর্তমান সরকারের এক অভাবনীয় উদ্যোগ জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ হটলাইন যা বাস্তবায়নে দেশব্যাপী নিরলসভাবে আন্তরিক সেবা প্রদানে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা যার ব্যতিক্রম নয় বগুড়া জেলা পুলিশ। দেশব্যাপী এই ৯৯৯ এর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত বগুড়া জেলা পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে যা এখনো চলমান রয়েছে। তবে বগুড়ার মতো এত ব্যস্ততম একটি জেলাতে ৯৯৯ এর মাধ্যমে শতভাগ সেবা পৌঁছে দিতে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছিল পুলিশ সদস্যরা যা দূরীকরণে রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি'র নির্দেশনায় বগুড়ায় সংযোজন করা হয়েছে ৯৯৯ ডেডিকেটেড ৩টি বিশেষ গাড়ি যা এখন শুধুমাত্র ৯৯৯ কলের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের দ্রুততম সময়ে জরুরী সেবা পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে তাও অত্যন্ত ইতিবাচক সফলতার সাথে। সাধারণ মানুষও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেবা পেয়ে বগুড়া জেলা পুলিশের সার্বিক সহযোগিতায় শতভাগ সন্তুষ্টি প্রকাশ করছে যে ধারা অব্যাহত রাখতে জেলা পুলিশ পরিবার বদ্ধ পরিকর। গত ২৪ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন বিপিএম পিপিএম মহোদয় এর শুভ উদ্বোধন করেন।

বগুড়া জেলার পুলিশ সদস্যদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ

পুলিশ সদস্যদের অসুস্থতায় হেলিকপ্টার যোগে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরণ ঃ

গত ১৭/০৯/২০২১ খ্রি সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বগুড়া জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত এসআই (নিরস্ত্র) সাইফুল ইসলাম তীব্র মাথা ব্যথা জনিত কারণে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে প্রথমে জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ভর্তি করা হয়। জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের আইসিইউ বিভাগের চিকিৎসকগণ তাকে অতি দ্রুত ঢাকায় প্রেরণ করে মস্তিষ্কের অপারেশনের মতামত প্রদান করেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী বিকেল ৪ টা ১৪ মিনিটে বগুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে একটি এয়ার এম্বুলেন্স ভাড়া করে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পুলিশ সুপার, বগুড়া ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসআই (নিরস্ত্র) সাইফুল ইসলামের ভর্তি ও জরুরী চিকিৎসা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গত ২৫/০১/২০২১ খ্রিঃ সকালে পুলিশ লাইন্সের কনস্টেবল মোঃ হৃদয় শিকদার হটাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে প্রথমে জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের বর্তব্যরত চিকিৎসকগণ হার্টের সমস্যাজনিত কারণে তাকে অতি দ্রুত ঢাকায় প্রেরণ করে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের মতামত প্রদান করেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী বিকেল ২ টায় বগুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে একটি এয়ার এম্বুলেন্স ভাড়া করে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পুলিশ সুপার, বগুড়া ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোঃ হৃদয় শিকদার এর ভর্তি ও জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্তা করেন।

বিশেষ কার্যক্রম ঃ

করোনায় মানবিক বিপর্যয়ের শিকার শিক্ষক- দৃঢ় প্রত্যয়ে পাশে বগুড়া জেলা পুলিশ

করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ বগুড়া নাটাইপাড়ার মায়িশা ও তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন বগুড়া জেলা পুলিশ। "করোনায় স্বামী হারিয়ে শিক্ষক মায়িশা এখন পরিচ্ছন্নতাকর্মী" এমন শিরোনামে জাতীয় পত্রিকা দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি সংবাদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে সাথেই মঙ্গলবার ১০ আগস্ট ২০২১ ইং দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে মানবিকতার টানে মায়িশাকে ডেকে এনে উপহারস্বরুপ নগদ অর্থ সহায়তা, তার শিশুদের ভাল পোষাক এবং তার একটি ভাল মানের চাকুরীর জন্যে সর্বোচ্চ সকল যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বগুড়া জেলা পুলিশ যার নেতৃত্বে ছিলেন নব-যোগদানকৃত পুলিশ সুপার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী বিপিএম (সেবা)। অসহায় মায়িশার পাশে দাঁড়ানো এবং তাকে তার জীবনযুদ্ধে উঠে দাঁড়াতে জেলা পুলিশের যে ভূমিকা তা প্রশংসা কুড়িয়েছে বগুড়াসহ দেশব্যাপী। জানা যায়, বগুড়া শহরের নাটাইপাড়া এলাকার একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন মায়িশা ফারহা (২৪)। ছোট থেকে নিজের জন্ম পরিচয় না জানা মায়িশাকে দত্তক নেন বগুড়ার এক দম্পতি। পরে তারা তাকে নিজের মেয়ের মতো করে বড় করেন। একপর্যায়ে মায়িশার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে নঁওগা জেলার মৃত: মতিউর রহমানের। সেখান থেকে পরিচয় হয় তাদের। মতিউর পেশায় ছিলেন একজন বীমা কর্মকর্তা ছিলেন। সব মিলিয়ে ভালো কাঁটছিল মতিউর মায়িশা দম্পতির সংসার। এর মাঝে দুটি কন্যা সন্তানও জন্ম হয় তাদের। যাদের বর্তমান বয়স পাঁচ ও আড়াই বছর। হঠাৎ করোনার থাবায় চাকরি হারান মতিউর ও মায়িশা। তবে এই বছর জানুয়ারি মাসে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনিও। এদিকে দত্তক নেওয়া বৃদ্ধ বাবা-মা ও দুই সন্তানকে নিয়ে অসহায় হয়ে পরেন মায়িশা। সন্তানদের দুধের টাকা জোগাতে একপর্যায়ে শুরু করেন ভিক্ষাবৃত্তিও। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও বগুড়ার সিনিয়র এক সাংবাদিকের চোখে আসলে তিনি মায়িশার সাথে যোগাযোগ করে বগুড়ার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান আকবরিয়া তে তাকে চাকরি নিয়ে দেন। মায়িশা গত এক সপ্তাহ হলো সেখানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের (হাইজিন) সুপারভাইজার হিসেবে কর্মরত আছেন। এরই মাঝে জাতীয় পত্রিকা দৈনিক প্রথম আলোতে এই মায়িশার করুণ কাহিনী নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশ হলে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত ভাইরাল হয় যা নজরে আসার সাথে সাথেই সর্বপ্রথম মানবিক সহেযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেন বগুড়া জেলা পুলিশ এবং নব-যোগদানকৃত পুলিশ সুপার। পরে বগুড়ার এসপি সুদীপ চক্রবর্তীর সফল যোগাযোগের ফলে এই মায়িশার পাশে সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে দেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যাদের অনেকে তাৎক্ষণিক নগদ অর্থও পাঠিয়েও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কাহালু এবং গাবতলী মডেল থানায় সৌন্দর্যবর্ধন, সংস্কার ও বাগান তৈরীঃ

সাম্প্রতিক সময়ে পৃথকভাবে গাবতলী মডেল থানা এবং কাহালু থানার বিভিন্ন স্থাপনা সংস্কার করা হয়েছে যা ঐ এলাকার সাধারণ মানুষ এবং সেবাগ্রহীতাদের কাছে আগের থেকেও হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ও সেবাগ্রহণের একটি উপর্যুক্ত পরিবেশ। সংস্কার কার্যক্রমের মাঝে গাবতলী মডেল থানা ও কাহালু থানা ভবনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, থানার কর্তব্যরত অফিসারের কক্ষের উন্নয়ন, থানা হাজত খানা নানা ইতিবাচক পরিবর্তন সাধণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের ফলে থানা ২টি ফিরে পেয়েছে সৌন্দর্য এবং সেবাগ্রহীতাদের থানায় এসে সেবা গ্রহণের সংখ্যাও বাড়ছে দিন দিন যে পরিবর্তন নিজে এসে পরিদর্শন করে সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ পুলিশ রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি মোঃ আব্দুল বাতেন বিপিএম, পিপিএম।

ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে ব্যবসায়ী হলেন প্রতিবন্ধী ঃ বগুড়া জেলা পুলিশের ব্যতিক্রমী মানবিক উদ্যোগ

অসুস্থ সন্তানদের চিকিৎসা করতে গিয়ে সর্বস্ব বিক্রি করে পথে বসেছিলেন ভ্যানচালক বাবা নুরুল ইসলাম। তার ৪ বছর বয়সী ছোট সন্তান আলামীনের মাথা, ১৩ বছরের অন্যন্যা এবং ১১ বছরের রায়হান কবিরের পায়ের চিকিৎসা করতে গিয়ে ভিটামাটি বিক্রি করে প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার তেকানিচুকাই নগর ছেড়ে শিবগঞ্জের গুজিয়া বাজারের পাশে ছোট টিনের ছাপড়া ঘরে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন নুরুল ইসলাম। সন্তানদের চিকিৎসা ব্যয় ও খেয়ে-পড়ে বাঁচতে অসুস্থ শিশুদের নিয়ে এলাকায় পাড়া-মহল্লায় ভিক্ষা করতে থাকে। তাদের জীবনযাপনের দুর্বিষহ সংবাদ গণম্যাধমে আসলে নজরে কাড়ে বগুড়ার পুলিশ সুপার সুদীপ কুমার চক্রবর্ত্তীর। এরপর তিনি নিজ উদ্যোগে নূরুল ইসলামকে একটি মুদি দোকানের ব্যবস্থা করে দেন। যাতে করে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে ব্যবসা করে পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে বসবাস করতে পারেন। শহর থেকে দুরের একটি অজপাড়া গ্রামে প্রতিবন্ধী পরিবারকে পুলিশের মানবিক সহায়তা ও জনবান্ধব পুলিশিংয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জল করে।

পুলিশ লাইন্স অফিসার্স মেস এর সামনে অধীতি ভাস্কর্য নির্মাণঃ

বগুড়া জেলা পুলিশ সর্বদা জেলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতে নিরলস কাজের পাশাপাশি পুলিশ সদস্যদের সাচ্ছন্দ্য ও সুন্দর একটি কাজের পরিবেশ দিতে বরাবরই নানা উদ্যোগ নিয়ে থাকে। তেমনি পুলিশ লাইন্স অফিসার্স মেস এর সামনে সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে মেস ভবনের সামনে অধীতি ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে জেলা পুলিশের উদ্যোগে। এছাড়াও অফিসার্স মেসের সামনে ফুলের বাগানসহ অন্যান্য সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করা হয় সাম্প্রতিক সময়ে।

বাংলাদেশে প্রথম করোনায় মৃত ব্যক্তিদের লাশ দাফন ঃ

২০/০৩/২০২০ খ্রিঃ ঢাকা থেকে করোনা ভাইরাস উপসর্গ নিয়ে বগুড়া শিবগঞ্জ থানা এলাকায় এসে এক ব্যবসায়ি মৃত হলে এলাকায় লাশ দাফন নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে এলাকার কেউ এমনকি মৃতের আত্মীয় স্বজনরাও লাশ দাফনে এগিয়ে আসছিলেন না। তখন জেলা পুলিশ বগুড়ার নিজ উদ্যোগে করোনা ব্যক্তির লাশ দাফন করা হয়। যা বাংলাদেশ পুলিশের সর্বপ্রথম পুলিশ কর্তৃক কবর খনন এবং মৃত দেহ কবরস্থ করাসহ অন্যান্য ধর্মীয় সৎকার নিয়ম পালন।

বগুড়া শহরের কাঠালতলা এলাকার রাস্তা থেকে করোনা সন্দেহে ফেলে রাখা লাশ উদ্ধার ঃ

গত ০৭/০৬/২০২১ খ্রিঃ বগুড়া শহরের কাঁঠালতলা এলাকায় রাস্তা থেকে মোহাম্মদ সালামত (৫০) নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। রিকশা-ভ্যানচালক সালামত শিবগঞ্জ উপজেলার মহাস্থান পূর্ব পাড়ার মৃত পরী সোনার ছেলে। ধারনা করা হয়েছিল লাশ উদ্ধারের আগের দিন অর্থাৎ রোববার ভোরের দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তবে দীর্ঘক্ষণ তার লাশপড়ে থাকলেও আতঙ্কে পথচারীদের কেউ তার কাছে যাননি। পরে খবর পেয়ে সকাল ৮ টার দিকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। তার পরিবারের সদস্যদের খবর পাঠানো হয় এবং লাশের ময়না তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।